সংবাদ

তারিখ ...AUG 09 2006...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার গ্রামীণ আনন্দ কেন্দ্র

এমন যদি হতো স্কুল-কলেজের সব শিক্ষার্থী শুধু পড়ার জন্যই পড়া নয়, সত্যিকার অর্থেই প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি অধিক আগ্রহী হতো, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত আনন্দ অনুধাবন করে নিজ ইচ্ছায় বিজ্ঞানের নানা পরীক্ষা করত আনন্দের সঙ্গে। তথাকথিত শিক্ষা সফরের পরিবর্তে তারা প্রকৃত শিক্ষা সফরে আগ্রহী হয়ে উঠত, যেখানে সত্যিকার অর্থেই থাকবে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ। ধরা যাক পরীক্ষা শেষ। শিক্ষার্থীরা দলবেঁধে কোথাও আনন্দ ভ্রমণে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের আনন্দ। তারা হয়তো যাচ্ছে এমন কোথাও, যেখানে হাতেখড়ি হবে বিজ্ঞানের কোন কঠিন বিষয়ের সঙ্গে অনেক সহজ করে। সারাদিন মেতে থাকবে পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। এ যেন কিছু তরুণের বিজ্ঞান চর্চার উচ্ছ্বাসে মেতে থাকা। এক সময় স্বপ্নের মতো মনে হলেও এ স্বপ্নকে এখন বাস্তবে রূপ দিয়েছে বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র। বিজ্ঞানকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে সহজভাবে উপস্থাপন করে আনন্দের সঙ্গে প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী করে তুলতে গড়ে তুলেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার গ্রামীণ আনন্দ কেন্দ্র।

গ্রামীণ আনন্দ কেন্দ্রের পথে পথে

বনের ভেতর গ্রামীণ পরিবেশে এমন বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র বেশ নতুন ব্যাপারই বটে। এ নতুন ব্যাপারটি দেখতে আমরা প্রথম আলোর ফটোসাংবাদিক কবির হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে চড়ি সখীপুরের বাসে। বাস বলতে লোকাল বাস। গাদাগাদি অবস্থার মধ্যেও বাস যখন বনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল তখন বাসে বাজতে থাকা মমতাজের গানের সঙ্গে ভালই কেটে যাচ্ছিল সময়। যখন সখীপুরে পৌঁছলাম তখন দুপুর। এবার ভ্যান। আমাদের যাত্রা পথের সবচেয়ে মজার বিষয়টি ছিল এই ভ্যান ভ্রমণই। দুই পাশে কাঁঠাল আর খেজুর গাছের সারি। অদ্ভুত সুন্দর। কবির প্রায়ই ভ্যান থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ছিল, এই সৌন্দর্যকে ফ্রেমে বাঁধার অভিপ্রায়ে। আমরা যাব সানবান্দা গ্রামীণ আনন্দ কেন্দ্রে। কিন্তু একটু হতাশ হলাম যখন দেখলাম ভ্যানচালক থেকে শুরু করে পথচারীদের অনেকেই এই নামটির সঙ্গে পরিচিত নয়। গন্তব্য খুঁজতে খুঁজতে আমরা যখন ভুল পথে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন একজন বলল, 'ও বিজ্ঞান কেন্দ্রের কথা কইতাছেন?' আর বলতে হয়নি। ভ্যানচালক পথচারীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল, 'আগে কইবেন তো। বিজ্ঞান কেন্দ্র তো সবাই চেনেন।' বলেই ভ্যান ঘুরিয়ে শনশন করে নিয়ে গেল বিজ্ঞান কেন্দ্রে।

বিজ্ঞান কেন্দ্র

টাঙ্গাইল জেলার সখীপুরের গোড়াই সখীপুর রাস্তা ধরে মাইলখানেক এগোলেই সানবান্দা গ্রামে সিএমইএসের গ্রামীণ আনন্দ কেন্দ্র। চারদিকে বন বিভাগের সুশোভিত বনাঞ্চল। এলাকার মানুষের কাছে বিজ্ঞান কেন্দ্র নামেই বেশি পরিচিত। মনোরম এ বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রটিকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হতে পারে এটি একটি বাগানবাড়ি বা পিকনিক স্পট। কিন্তু এখানে রয়েছে যথেষ্ট সুবিধা সংবলিত একটি আধুনিক ল্যাবরেটরি, যা দূরদূরান্ত থেকে আসা শিক্ষার্থীদের পদচারণা আর বিজ্ঞান চর্চায় মুখর হয় প্রায়ই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার গ্রামীণ আনন্দ কেন্দ্র হলো আনন্দময় কাজের মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষার একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ।

যা আছে এই বিজ্ঞান কেন্দ্রে

আমাদের স্কুল-কলেজ পর্যায়ে বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচিতে যেসব ব্যবহারিক পরীক্ষা আছে, তা করার ব্যবস্থা নেই বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। গ্রামের স্কুল-কলেজের অবস্থা তো আরও খারাপ। এসব সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীর জন্য এখানে আছে বিশেষ ব্যবস্থা। বিজ্ঞান আনন্দ কেন্দ্রের ল্যাবরেটরিতে আছে ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নিজে করার ব্যবস্থা। রয়েছে প্রায় ১৫০টি পরীক্ষণের সুযোগ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পরীক্ষণের মধ্যে আছে ভৌতবিজ্ঞানে তাপে পদার্থের প্রসারণ, নিজের শরীরই ব্যাটারি, পিনহোল ক্যামেরা, ডপলার এফেক্ট ইত্যাদি।

চলছে পরীক্ষণ

ক্রিয়া, ধূলিকণা দ্বারা আলোর বিক্ষেপণ, সমব্যথী পেন্ডুলাম ও বিভিন্ন গ্যাস প্রস্তুত প্রণালীসহ নানা পরীক্ষা। জীববিজ্ঞানে মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে রক্তকণিকাসহ বিভিন্ন জিনিসের নমুনা প্রদর্শন, পতঙ্গের জীবন চক্রসহ নানা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ। এছাড়া আসছে সৌর বিদ্যুৎ, রেডিও ট্রান্সমিশন, রেফ্রিজারেটর, বায়ুকল ও তালা-চাবির মেকানিজমসহ নানা প্রযুক্তির প্রদর্শনী। ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন পরীক্ষণের সুযোগ ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও বিরল প্রজাতির উদ্ভিদে ভরা একটি সুন্দর বাগান।

এখানে আছে টাকা পাতা, তুরিক চন্দন, কফি, আপেল,শতমূলী, বহেরা, স্বর্ণচাপা, স্বর্পগন্ধা ও সাইকাসসহ নানা উদ্ভিদরাজি। এছাড়া আছে মাশরুম চাষের একটি আধুনিক ল্যাব ও কেঁচো কম্পোস্ট প্রস্তুত প্রণালীর প্রদর্শনী। গ্রামীণ আনন্দ কেন্দ্রে রয়েছে একটি সেমিনার রুম। নামমাত্র ফির বিনিময়ে শিক্ষামূলক কাজে এই সেমিনার রুম ব্যবহার করতে পারে যেকেউ। রাত যাপনের জন্য রয়েছে ৪০ বিছানার পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা।

কেন এই আনন্দ কেন্দ্র

স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচির অন্তর্গত এবং এর বাইরের জীবনমুখী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মজার বিষয়গুলো নিয়ে নিজ হাতে প্রজেক্ট তৈরির এবং কাজ করার সৃজনশীল প্রয়াসে ছাত্রছাত্রী ও তরুণদের অভ্যস্ত করে তোলাই এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এ আনন্দ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের তাদের নিজস্ব জীবন ও জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা দিক নিজে করার মাধ্যমে বুঝতে দেয়া ও তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের অভ্যাস গড়ে তোলা। এখানে হাতেকলমে শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি ও পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষাদান করা হয়। শিক্ষার্থীদের মাঠপর্যায়ে সৃজনশীলতা, গবেষণা ও উন্নয়নে নতুন ধরনের কাজ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করাও গ্রামীণ আনন্দ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য। এছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষার যেসব ব্যবহারিক কাজ, সময় ও আয়োজনের অভাবে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে করার সুযোগ পায় না, আনন্দের সঙ্গে তা তাদের করার সুযোগ করে দেয়াই গ্রামীণ আনন্দ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞান চর্চার আনন্দে সারাদিন

শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষা সফরে এলে একসঙ্গে অনেক বিষয় পাবে। গাছ আর পাখি দেখে বনে সুশোভিত পরিবেশে বনভোজন তো হবেই, সঙ্গে বাড়তি আনন্দ হিসেবে থাকবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন মজার বিষয়ের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের সুযোগ। এভাবে সিএমইএসের গ্রামীণ আনন্দ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চা ও আনন্দ ভ্রমণ করে কাটিয়ে দিতে পারে সারাদিন।

যাদের জন্য আয়োজন

সব স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, বিজ্ঞানমনস্ক সংগঠনের সদস্যসহ ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহী যে কেউ গ্রামীণ আনন্দ কেন্দ্রে আসতে পারেন। সারাবছর বিশেষ করে শীতকালে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা আসেন এ বিজ্ঞান কেন্দ্রে শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে। গত শীতে এখানে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থীরাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা এসেছিলেন। এখানে দলবেঁধে শিক্ষা সফরে এলে বাসভাড়া করে আসাই ভাল। তবে একাকী বা কয়েকজন মিলেও আসতে পারেন আগ্রহী যে কেউ। সিএমইএসের ধানমণ্ডির কার্যালয়ে যোগাযোগের মাধ্যমে অথবা সখীপুরে বিজ্ঞান কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে এ কার্যক্রমে অংশ নেয়ার সময়সূচি নির্ধারণ করা যায়। সময় নির্ধারণকালে স্বল্প দর্শনীর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা যায়।

❑ ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ নবী ও
জাবেদ সুলতান পিয়াস

[বিজ্ঞান সাময়িকী, জুন ২০০৬]